গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর বিভাগ/জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৪ - ৩০ জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪:জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫	

বিঃদ্রঃ **কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র অবশ্যই এক পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।**

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে।
ফরিদপুর জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সহকারী / উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ৩ (তিন) অর্থ-বছরে এই জেলায় প্রায় **১২৫০০** টি গভীর নলকূপ স্থাপন, **৬০** কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন এর মাধ্যমে পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ, ১৫ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ১৫ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে ৩৩ টি হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর অক্টোবর মাসে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও ১৫ অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জেলাবাসীকে উন্নত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে সচেতন করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

বরিশাল জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল জেলাটি নদ-নদী বেষ্টিত। জেলার প্রায় বেশকটি উপজেলাই নদী বেষ্টিত এবং দূর্গম। জেলার হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলাসহ অন্য কয়েকটি উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই নদী ভাঙন, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে আক্রান্ত হয়। পর্যাপ্ত জরুরী তহবিল এর অভাব প্রাকৃতিক দূর্যোগে জরুরী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এই ক্রমেই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাওয়া, সুপেয় পানির স্তর না পাওয়া ইত্যাদি কারনে পানির উৎস স্থাপন করা এই অঞ্চলের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বরিশাল জেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রতি ৫০ জনের জন্যএকটি পানির উৎস স্থাপনে বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে। যেমন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, প্রতিটি ইউনিয়েনের পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ণ অভীষ্ট" এর লক্ষমাত্রা ৬.২ অনুযায়ী, "২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমতা ও পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে স্যানিটেশন ও ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করা, খোলা জায়গায় মলত্যাগ নির্মূল করা এবং নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা"।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ:

- পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস স্থাপন – ৬৮০০ টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন স্থাপন – ১৫.০০ কিঃমিঃ
- পল্লী ও পৌর এলাকায় হাউজ কানেকশানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ – ২৬০০ টি
- পানির গুণগতমান নিশ্চিত কল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা - ৩৮০০ টি পানির উৎসের।
- পল্লী/পৌর এলাকায় ওয়াশব্লক নির্মাণ – **২০০** টি

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফরিদপুর বিভাগ/জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: